Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৮ বর্ষ ❀ জুলাই ❀ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১২শ সংখ্যা

❀ পারমার্থিক ❀

শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

❀ মাসিকপত্রিকা ❀

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ -9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	২২৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	২২৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	২২৫
৪।	''তোমার দর্শন-বিনে অধন্য এ রাত্রি-দিনে.....''	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	২২৭
৫।	গুরুত্যাগী, গুরুভোগী ও গুরুসেবী	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	২২৮
৬।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত	২২৯
৭।	পারমার্থিক প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	২৩০
৮।	গৌরলীলা কথামৃত	অনিমা দাসী (জলপাইগুড়ী)	২৩১
৯।	ত্রিদিণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কীর্ত্তিত শ্রীহরিকথার মর্ম্ম	শ্রীভক্তিপত্র ১৪শ বর্ষ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ হইতে সংগৃহীত	২৩৩

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ জুলাই ❀ শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১২শ সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জড়জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

জড়-জগৎ কি বস্তু?

''জড়-জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। * আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম; আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়ভাব বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।'' *—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ*

জড়-জগৎ কেন মিথ্যা নহে?

''যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থ-সাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না।'' *—তঃ মুঃ ১০২*

জড়-জগৎ কি মিথ্যা?

''জড়-জগৎ কি মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।''

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

জড়-জগতের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে?

''জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন মাত্র। আদর্শে যে-সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গলরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে-যে-ধর্ম্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে যে ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেক ভাবে মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে এবং পাপরূপে গণিত।'' *—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয়রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয়রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল বলে যে জিনিসটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতিলোক-বিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখতে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দমাত্র শুনতে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্য জ্ঞানে অতীন্দ্রিয়রাজ্যের কথা—পূর্ণরাজ্যের কথা জানতে পারি না। সেইরূপরাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পরি না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, চুরমার হয়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয়রাজ্যে উঠতে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হয়ে পাড়ি আর লঘুকে 'গুরু' করলেও আমরা অধঃপতিত হই।

মানবের উপকার-বিষয়ে পর্য্যায়গত ভেদ আছে। অত্যন্ত উপকার, অল্প উপকার, খানিকটা উপকার—এই সকল ভেদ। কেহ আর্ত্ত হয়েছে বা পীড়িত হয়েছে, তাকে পার্থিব সাহায্যের দ্বারা তার পার্থিব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা জগতের সাধারণ রূঢ়িতে পরোপকার বলে বিচারিত হয়েছে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া পরোপকারের বাণী বিচার করলে জানা যায়, আত্মার উন্মেষণে বাধা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরের অপকার এবং আত্মার উন্মেষণের প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরের উপকার। বহির্জ্জগতে মানবের উপকারের আদর্শ—তাৎকালিক ও অপূর্ণাবস্থার নিদর্শন, অপূর্ণাবস্থার তথাকথিত উপকারের দ্বারা যে অমঙ্গল ঘটে, তাতে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে বসে আছ, সেখানে থেকেই যত্ন কর। যে যে দেশে, যে কালে, যে পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন করতে হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে যে সকল কথা শুনেছি সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নাই। ভগবৎ-সেবকের একমাত্র কার্য্য হচ্ছে যাতে ভগবৎ-কার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তররহিত হতে চাই না; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হয়ে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হয়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা করে থাকেন।

ব্যাধি নিরাময় হউক, কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হয়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, 'কৃষ্ণে মতি হউক', আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হবার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্মপ্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হয়ে থাকে তাহলে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হতে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা ছেদন করে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ করে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে, আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম বলে প্রচার করতে চায়। যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না করে সরল হতে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁহাদিগকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক' 'গোঁড়া' প্রভৃতি বলে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁদের সঙ্গ করব—অপরের সঙ্গ করব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করতে হবে। আমরা যে সকল কথা সাধুকে জানতে দেই না—গোপনে যে সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের করে তার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা হলে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু।

হরিকথা প্রসঙ্গ

যিনি সর্ব্বদা আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবেন। 'আমি ঠিকই আছি, কেবল সাধুগুরুর কৃপা বা শক্তিরই অভাব'—ইহা আত্মঘাতী নাস্তিকের বিচার। যিনি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তিনি নিজেকে দোষাকর এবং সাধুকে সর্ব্বগুণাকর বা নির্দ্দোষ বলিয়া জানেন। 'তাঁহারা দয়ার সাগর, অথচ আমি তাঁহাদের একবিন্দু কৃপাও লাভ করিতে পারিলাম না, এমনি আমার দুর্ভাগ্য'—এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। নিজের অযোগ্যতা ও শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন করুণার চিন্তা যখন হৃদয়ে প্রবল হয়, তখনই জীব কৃপালাভ করিতে পারে। করুণাময় কৃষ্ণ যখন যে বিধান করেন, তাহাকে হরিভজনের অনুকূলরূপে বরণ করিতে পারিলে কৃপার অনুভব হয়। যেখানে মাপিয়া লইবার চিত্তবৃত্তি, সেখানে অধোক্ষজ বস্তুর অনুভব হইবে না। এই মাপিয়া লইবার চিত্তবৃত্তি নাস্তিকতা। অনর্থযুক্ত সাধক প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেকে দৃশ্য-অভিমান করিতে ভুলিয়া যায়, ইহাই তাহার বিক্ষেপ। এইজন্য সে মাপিয়া লইবার ব্যস্ততা দেখায়। সেবোন্মুখতার সহিত সাধুসঙ্গ করিলে বিক্ষেপ অনায়াসে দূর হয় এবং নিজেকে দৃশ্য ও অন্য বস্তুকে দ্রষ্টা বলিয়া অভিনিবেশ স্বতঃই উদিত হয়। যখনই শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীগুরুদেবকে আমাদের দৃশ্যবস্তু মনে করি, তখনই তাঁহাদিগকে পুতুল, প্রস্তর, বৃক্ষ, জল, গ্রাম ও মনুষ্য বিচার করিয়া থাকি; কিন্তু যখন আমরা তাঁহাদিগকে দ্রষ্টৃস্বরূপে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া নিজেকে দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই তাঁহাদের কৃপা লাভ করা যায়। স্বয়ং দ্রষ্টা সাজিয়া অপ্রাকৃত বস্তুকে দৃশ্য মনে করিলে কোটিজন্ম তাঁহাদের সন্নিধানে অবস্থানের অভিনয় করিলেও কৃপা লাভ করা যায় না, তাঁহারা আত্মসাৎ করেন না।

যিনি যতটা নিজেকে বিচারক ও পরিমাপকের পরিবর্ত্তে নিজেকে দৃশ্য বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি তত সকল অবস্থার মধ্যে গুরুবর্গের কৃপা ও ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব কোন দিনই আমার দৃশ্য নহেন, মাপিয়া বা জানিয়া লইবার বস্তু নহেন। তাঁহারা আমাদের নিত্যদ্রষ্টা, উদ্ধারকর্ত্তা ও প্রভু। আমরা অতি গোপনে, অতি নির্জ্জনে যে-সকল কার্য্য করি বা যাহা চিন্তা করি, তাহাও তাঁহারা দেখিতে পান। তাঁহারা আমাদের শাসক ও নিয়ামক হইলেও বড় স্নেহময়, কৃপাময় ও মঙ্গলময়। দ্রষ্টৃ-অভিমান জিনিসটাই পুরুষাভিমান, দাম্ভিকতা ও আত্মহত্যা।

ভগবান্ নিত্যবস্তু। তাঁহার অণু-অংশ বলিয়া আমরাও নিত্যবস্তু। নিত্যবস্তুর সহিত নিত্যবস্তুরই নিত্যসম্বন্ধ। সুতরাং নিত্যবস্তু ভগবানের সহিতই যে আমাদের নিত্যসম্বন্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা শ্রীভগবানের কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া তিনি এখন আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে তিনি আমাদের যাবতীয় পাপ ও সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহার দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ প্রদান করিবেন। সুতরাং এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিসে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

দিব্যজ্ঞানের অভাবে আমরা বর্ত্তমানে চেতন বস্তুর দর্শন ও সঙ্গ পাইতেছি না। সাধু-গুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চেতনচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলে তখন আমরা বিভুচেতন ভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। সাধুগণের মুখে যে-সকল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা যায়, তাহা অনুক্ষণ স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অনর্থ বিনষ্ট হইয়া আত্মকল্যাণ লাভ হয়। সে-সব কথা স্মৃতিপটে না থাকিলে নানা ইতরকথা হৃদ্দেশে প্রবেশ করে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ করিলে তবে মঙ্গল হইবে। সাধুর কথায় রুচি না হইলে মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীভগবানের কথা নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। দুর্ল্লভ সজ্জনগণের শ্রীমুখেই এই কথা কীর্ত্তিত হন; সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ দুর্ল্লভ হইলেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মায়ার হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য কোন রাস্তা নাই। সাধু এ জগতে নাই—এরূপ নহে; সাধু চিরদিনই এজগতে আছেন। সাধু না থাকিলে জগৎ থাকে না। কেবল অসাধুগণ

Sys 1\E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011 Page: 226

তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।

ভগবান্‌কে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করার নামই ভক্তি বা একায়ন-পন্থা। অন্যবিচারে ধাবিত হইলে অভক্তি বা বহূয়নপন্থা আসিয়া যায়। ইচ্ছা যেখানে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবসত্যের সেবায় উন্মুখ, সেইখানেই সাধুতা; নতুবা সর্ব্বত্রই অসাধুতা বিরাজিত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের কথায় না থাকিয়া অন্য কথায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বনাশ হইল। যাঁহারা দিবানিশি পরচর্চ্চায় আনন্দলাভ করেন, তাঁহারা কোনদিনই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। 'চাচা আপন বাঁচা'—এই কথাটি ভুলিয়া গেলেই প্রজল্পাদি আমাদিগকে গ্রাস করিবে। অসতের সঙ্গে অসহযোগিতা করিয়া সাধুর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে। দম্ভ পরিত্যাগ না করিলে সাধুর সঙ্গ বা ভক্তিযাজন হইবে না। ভগবৎসেবা করিতে গিয়া ভোগবুদ্ধি মাঝে আসিয়া পড়িলে আর সেবা হইয়া উঠে না। বিষয়-গ্রহণই মূর্খতা। কপটী না হইলে কৃষ্ণ সেই মূর্খতা দূর করেন। ইহজগতে কামাদির হস্ত হইতে যদি কেহ পরিত্রাণ পাইতে চান, তবে তাঁহার বাস্তবসত্যে অকপট শ্রদ্ধা হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা হইলে অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা ধরিতে পারা যাইবে। ফলকামনায় কর্ম্মে অধিকার, বৈরাগ্যে জ্ঞানে অধিকার, আর হরিকথার শ্রদ্ধা ভক্তিতে অধিকার প্রদান করে। ভগবৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের নানা বিষয়ে মতি দৃষ্ট হয়।

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভজন হয় না। তাঁহার কৃপা-লাভের জন্য হাত বাড়াইতে হইবে। সেখান হইতে কৃপারজ্জুটী আসিবে এবং আমাদেরও তাহা ধরিতে হইবে। তাঁহার কৃপাকে অপেক্ষা করিয়াই আমাদের দিকের চেষ্টা হওয়া দরকার; তাহা হইলেই সব ঠিক হইবে। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে পরমার্থ প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতরবিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে? জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ ভগবৎসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। আবার ভগবৎসেবা লাভ না হইলে আত্মপ্রসাদ লাভও হয় না। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনের সুখ হইলেও আত্মার সুখ হইতে পারে না।

অনুকরণ করাটা ভাল নয়, অনুসরণ করাই দরকার। ভগবদ্ভক্তগণ বড় কঠিন ঠাঁই, তাঁহাদের অনুকরণ করিলে জীবের অব্যাহতি নাই। যিনি হরিভজন করেন না, তাঁহার জীবন নাই, তিনি মৃত। গুরুকৃপা হইতে সব লাভ হয়—জীবন্মৃতও সঞ্জীবিত হয়। আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি সবচেয়ে ভগবানের বড় ভক্ত। চব্বিশ ঘণ্টা সেবা না করিলে ভক্ত বা গুরুকে চিনা যাইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষাগ্রহণের ছলনা বা অভিনয়েই যে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কৃপাবঞ্চিত হইয়া চরমে অচিদ্বিলাস বা নির্ব্বিশেষবাদই লভ্য হইয়া পড়ে। সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিচারের উপর নির্ভর করাই প্রকৃত ভক্তের বিচার। গুরুবর্গের কথায় শ্রদ্ধোদয় না হইলে জীবের অসুবিধা ঘুচিবে না, সন্দেহ কাটিবে না। শ্রীরূপের পদনখমণির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির বাস্তব মঙ্গলোদয়ের সৌভাগ্য হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ অধোক্ষজবস্তু। তিনি নিজেই initiative লইতে পারেন—কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। যতক্ষণ তিনি যোগ্যতা প্রদান না করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না।

—০—

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন। (গৌড়ীয় ১৫ খণ্ড ২৩-২৪ সংখ্যা)

"তোমার দর্শন-বিনে অধন্য এ রাত্রি-দিনে....."

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ, গুরুপূজা, বাগবাজার, ৩রা মার্চ, ২০১১

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুবর্গ এবং গুরুবর্গের অসীম কৃপা ধারায় সিক্ত যে সমস্ত শিষ্য অবস্থান করছেন আজ আমার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে, তারা যে আনন্দের সন্ধান দিচ্ছেন তা আমার পক্ষে বহু ভাগ্যের কথা। আমি যদিও এ কথাই মনে করি কিন্তু আমার শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা হেতু সব কিছু যেমন ইচ্ছে করলেই করতে পারি না, সেটা একটা দুঃখের কারণ। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না তাদের মন, যদিও তাদের বৈষ্ণবতা এত বেশী, সেবা সৌহার্দ্য এত বেশী কিন্তু আমার নিজের প্রতি লজ্জা হয় ক্ষোভ হয় কিছু যদি করতে পারতাম তবে আপনাদের আমি সমান ভাগ দিতে পারতাম। নামের বল হেতু জীবের উন্নতির জন্য যে সমস্ত দরকার সেগুলো ভক্তগণের মধ্যে ধীরে ধীরে হচ্ছে সেটা দেখে আমার পরম আনন্দ লাভ হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটিত যে প্রেম ধারা সেই ধারাই সদৈব চলতে থাকবে কিন্তু যে সমস্ত জীবগণ, যেসব বৈষ্ণবগণ এর সান্নিধ্য পাবেন এবং প্রকৃত ভাবে যারা জীবনে নিহিত প্রেমের বস্তুকে অনুধাবন করবেন তারাই অপরকে প্রেমদানে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। আমার আজ খুব আনন্দ হয় যে আমার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে তারা এত আনন্দ পাচ্ছে কিন্তু তাদের আনন্দের দানটুকু আমি পুরোপুরি দিতে পারি না স্বেচ্ছামতো। ভগবান গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুতা' এই কথাটা বলেছেন এবং এই কথাটা তিনি জীবনে আচরণ করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমি অনুসরণ করছি বলে মনে হয় না। কত কত দাম্ভিকতা, কত কত পদমর্যাদা, কত ভগবৎ ভক্তকে সম্মান না করা—এ সমস্ত দোষগুলো আমার চিত্তকে ব্যাথা দিচ্ছে। তারা নিষ্কপট দয়া করে আমার অপারগতাকে মুছে দিয়ে আমার হৃদয়ে যে সুপ্ত বাসনা আছে তাকে অনুমোদন করুন, এই প্রার্থনা করছি।

জগতে গুরু বহু আছে কিন্তু বহু গুরু শিষ্যের সান্নিধান বশতঃ তাদের কৃপা হলে তাদের কাছে গেলে মহাআনন্দ হয়। এরকম যে সমস্ত গুরুপাদপদ্ম তাদের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। ভক্তভাগবত আর গ্রন্থ ভাগবতের দ্বারাই জগতে এই উপকারটা হয়ে থাকে। কিন্তু সব গুনে পরিপূর্ণ হলেও গুরুর প্রতি আনুগত্যের অভাবে যদি উচ্চনীচ সর্বজীবে দয়া না আসে তাহলে দেহ এবং দৈহিক ভাব সব আছে বলে মনে করি। কিন্তু ভক্তগণের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তাদের উদারতাপূর্ণ ব্যবহার আমার মনে কখনও কখনও সংসারের ন্যায় দুঃখ দেয়, এটা দুঃখের কথা। এই দুঃখের কথা কাকে বলব, যারা আমার কথা শোনে তাদের কাছেই বলতে পারি। এছাড়া, অন্যত্র প্রকাশ করি না। ভগবানের ধাম, গৌর নাম, গৌরধাম এবং গৌরভক্তের সান্নিধ্যই এসমস্ত আনন্দের বর্দ্ধনকারী। সেজন্য আমরা যত শীঘ্র পারি যত প্রকার শুদ্ধ, শান্ত, স্নিগ্ধ হৃদয়ে এসমস্ত কথা অনুধাবন করতে পারব ততই আমাদের মঙ্গল। আর বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তগণ ছুটে এসেছেন কি কথা শুনবার জন্য এ বিষয়ে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ বলেছেন এবং তিনি যথেষ্ট উৎসাহী। তিনি সকলকে পুরীক্ষেত্রে নিয়ে যান, আমি তো একবারও টানতে পারি না। তিনি প্রতিবছর সবাইকে নিয়ে যান গৌরধামে, তিনিই প্রকৃত সাধন করছেন। 'তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে, একক্ষণ (এইকাল) না যায় কাটন।' (চৈঃ চঃ মঃ—২।৫৯)। যে দুঃখ ভগবান গৌর-সুন্দরকে Hurt করেছিল, সেই গৌরসুন্দর তাদের মধ্যে থেকে সেই যে দর্শন অভিলাষ, অনুভব অভিলাষ চালিত হয়ে বলেছেন। আমাকে যদি বলতে বলে কি বলব, আমার কোন অনুশীলন নাই। সেজন্য আমি চেষ্টা করছি নিজের অতিরিক্ত এই যে অভাবগুলো সেগুলো পূরণ হলে তবে ভক্ত হতে পারি। কি জগন্নাথ ধামে কি নবদ্বীপ ধামে কি বৃন্দাবনে সর্বত্রই জয়জয়কার মহাপ্রভুর। গৌরসুন্দরের আশীষ মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপর নিরন্তর বর্ষিত হোক, তারা নিজেকে দেখতে শিখুক এবং ভক্তকে দেখতে শিখুক এবং ভগবানকে দেখতে শিখুক এই বাসনা আমি চিরকাল পোষণ করি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

—০—

গুরুত্যাগী, গুরুভোগী ও গুরুসেবী

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

পরমার্থ পথের যাত্রীগণ সকলেই গুরুপদাশ্রয় করিয়া থাকেন। এই গুরুপদাশ্রয় বিষয়টি শাস্ত্র সম্মত এবং অত্যন্ত আবশ্যক। আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্র গ্রহণের দ্বারা 'গুরুপদাশ্রয়' কার্যটি স্বীকৃত হয় ঠিকই কিন্তু উহার দ্বারা যে সম্বন্ধ তৈরী হয় তাহা নিত্য, অপ্রাকৃত ও ভগবৎ রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার সূচনা স্বরূপ। উহা সাধকের সাধনের একটি নিত্য অঙ্গ। উক্ত অঙ্গের মধ্যে গুরুদেবের আনুগত্য, তাঁর চরণে শরণাগতি, তাঁর নিকট ভক্তিশিক্ষা গ্রহণ আদি বহু কথা অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতে অনেক বেশী গূঢ় এবং তাত্ত্বিক। গুরুদেবের নিত্য দাসত্ব লাভ কৃষ্ণের নিত্যসেবালাভেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু অনর্থগ্রস্থ, তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধক গুরুপদাশ্রয় অঙ্গটির বাস্তব স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া পতিত হন। ফলে প্রকৃত গুরুসেবী না হইয়া গুরুত্যাগী বা গুরুভোগী হইয়া পড়েন।

প্রথমতঃ গুরুত্যাগী বিষয়ই আলোচনা করা যাইতেছে। গুরুদেব শিষ্যকে কখনই ত্যাগ করেন না। শিষ্য অজ্ঞতাক্রমে গুরুকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন বা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হরিভজনে উদাসীন হন। গুরুদেবকে গুরু বলিয়া মানিলেও যখন আমরা গুরুদেবের আদেশ নির্দেশ মত ভজন করিতে অভিলাষী না হইয়া ঐ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করি তখন উহাও একপ্রকার গুরুত্যাগীর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। গুরুদেবের প্রদত্ত হরিনাম বা দীক্ষাদি মন্ত্র জপ বন্ধ করিয়া ভজন ত্যাগ করিলাম অথবা নিজগুরুকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম অথবা গুরুদেব গুরুদেবই রহিলেন, আমি সংসারে মাতিয়া ভজন বিষয়ে উদাসীন হইলাম, গুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ রাখিলাম না—এইসব গুরুত্যাগীর লক্ষণ।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা গুরুভোগী। গুরু ধারণ করিয়া গুরুর আশয় বোঝার চেষ্টা বা সেই ভাবে ভজন করিবার স্পৃহা নাই, কোন জাগতিক স্বার্থ লইয়া গুরুর কাছে আসিয়াছেন বা গুরু ধারণের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র, অন্তরে ভজন স্বার্থ শূন্য ও বাহ্যে গুরুর প্রিয়তা বা গুরুর আনুগত্য প্রদর্শনকারী। —এরা মঠে থাকুন বা নিজগৃহে থাকুন গুরুর নিকট সুবিধা আদায় বা প্রতিষ্ঠা আদায় করিবার অভিলাষী বা গুরুদেবকে আমরা কৃতার্থ করিতেছি এরূপ অভিমানী। গুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসারের সুখ সুবিধা বিষয়ে আদেশ নির্দেশ, আশীর্বাদ আদায় করিয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনি বা পরিবারের শান্তি, ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি কামনায় গুরুভক্তি, রোগ-শোক হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছায় গুরু ধারণ—এ সবই গুরু ভোগীর লক্ষণ। একমাত্র পরমার্থ লাভের আশায় গুরুর সঙ্গ ধরিয়া কাঙাল হইয়া পড়িয়া থাকা ব্যতীত অন্য যত প্রকার গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয়কারী সকলেই গুরুভোগী।

গুরুসেবী এই দুই হইতে ভিন্ন, এরাই প্রকৃত গুরু ধারণ করিয়াছেন। গুরুর কৃপালাভ করিয়া হরি সেবা লাভের উদ্দেশ্যে এঁরা স্থির। জীবনের শেষ পর্যন্ত, জন্ম-জন্ম এই উদ্দেশ্যে ''ধাই তব পাছে পাছে''—এই ভাব লইয়া ভজনে লিপ্ত থাকেন। এরা গুরু ত্যাগী বা গুরুভোগীর মধ্যে পড়েন না। অনেকে গুরুসেবী হইয়া আসেন অপরাধ ফলে পরে গুরুত্যাগী বা গুরুভোগীর দলে পড়িয়া যান। তাঁরা দুর্ভাগা, গুরুর ভাব বা নিজ মঙ্গল বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এঁদের সংখ্যাই আজকাল বেশী।

গুরু সেবীর আলাদা কয়েকটি লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁরা গুরুকে নিজ বুদ্ধি বা Brain দ্বারা মাপিয়া লইতে চেষ্টা করেন না। নিজেকে লঘু জ্ঞান করিয়া গুরু বস্তু লাভের জন্য হরিই গুরু রূপে আমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন—এই মাত্র জানেন। গুরুর বাহ্য রূপ গুণের বিচার বা দোষের বিচার ভুলক্রমেও এঁদের মাথায় আসে না। এঁরা গুরুকে বৈকুণ্ঠ বস্তু জানিয়া সম্ভ্রমের সহিত আনুগত্য করেন। দ্বিতীয়তঃ গুরুকে বরণ করিবার উদ্দেশ্য পরমার্থ ধন লাভ বা ভক্তি লাভ বা সেবা লাভের জন্য। অন্য কোন অভিলাষ

ভুলক্রমে এঁদের মনে স্থান পায় না। যদি কখনও মনের মধ্যে ঐরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে উহাকে বার করিয়া দিবার যত্ন নেন তাঁরা। এবং ঐরূপ কুঅভিলাষের জন্য নিজেদেরকে ধিক্কার দেন। তৃতীয়তঃ তিনি 'গুরুদেবতাত্মা' হইয়া সেবা করেন বা ভজন করেন। ভক্তি পথের এই এক Secret গুরুদেবই আমার দেবতা বা ঈশ্বর এবং আত্মা বা প্রিয়। তাঁকে লইয়াই আমার পরমার্থ সিদ্ধি, তিনিই আপন জন, প্রিয় জন। আর এ সংসারে কেহই বন্ধু নয়। গুরুদেব আমার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব বিচার করবেন, আমার ভক্তি পথের কণ্টকগুলি তিনি সরিয়ে দেবেন—এইরূপ ভাব যুক্ত হইয়া ভজন করেন তিনি।

এইরূপ গুরুসেবী ভক্তগণ গুরুদেবের নিকট হইতে কখনও বঞ্চিত হন না। কিছু না কিছু ভক্তিধন সংগ্রহ করিয়া কৃতার্থ হন। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

অহৈতুক ভগবদ্ভক্তি বা আত্মবৃত্তি ও হৈতুক মনোধর্ম্ম—এক নহে

কপিলাবস্তুর রাজকুমার শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজসিংহাসন চরণে ঠেলিয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও অর্দ্ধেক জগদ্ব্যাপী তাঁহার অনুগতাভিমানী ব্যক্তি পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, বজ্রাঘাতে কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে দেখিয়া মনীষী মার্টিন লুথার ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশের বিরাট্ লোকসঙ্ঘকে তাঁহার মতের পতাকা-তলে আনিয়াছিলেন। শুনা যায়, চারিবৎসর-বয়স্ক থিয়োডোর পার্কার একটি কূর্ম্মকে প্রহার করিতে গিয়া তথাকথিত বিবেকের গূঢ় কার্য্য দর্শনে ধর্ম্মোন্মুখী হইয়াছিলেন, শুনা—যায় রাজা রামমোহন রায় নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের সহধর্ম্মিণীর সহমরণব্যাপার দর্শন করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরপেক্ষ চেতনে-বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিলে ঐসকল চেষ্টায় বিভিন্ন পার্থিব হেতুর গন্ধ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চেষ্টায় ঐরূপ বিচার নাই। ভগবৎসেবা আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বৃত্তি। জাগতিক অভাব, অসুবিধা, অশান্তিবিদূরণ কিংবা শান্তির কামনা-মূলে যে লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উদিত হইবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আদর্শ অনুস্যূত থাকে। তাহা ন্যূনাধিক সম্ভোগবিচারময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অহৈতুক ভক্তিধর্ম্মই একমাত্র কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর—নির্ম্মল ও নির্ম্মুক্ত আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ও বৃত্তি। সমগ্র জীবকে তাহাদের ঐ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে অবস্থিত হইবার সন্ধান-প্রদান—তাহারা যে কথা তথাকথিত ধর্ম্মের পারিপার্শ্বিক আদর্শ বা নিজের বহির্ম্মুখতানিবন্ধন ভুলিয়া রহিয়াছে, সেই বাস্তবসত্যের কথাটি জাগাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য। সেই কার্য্যে একমাত্র কৃষ্ণের সুখ-চেষ্টা উদিত হইবে, এই অকপট অভিলাষ-ব্যতীত অন্য কোন ইতর-বাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই।

মনোধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ পরস্পর মতভেদ, সেই-রূপই কি বহু মনোধর্ম্মের সহিত একমাত্র আত্ম-ধর্ম্মের বিচার-ভেদ?

যাঁহারা হৈতুক-ধর্ম্মের প্রচারক, সংস্কারক প্রভৃতি নামে প্রচারিত, যাঁহারা জাগতিক সুখ-সুবিধা, দেশের ভোগ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিরূপ জীবের দৈহিক বা মানসিক দুঃখের প্রতীকারের চেষ্টামাত্র (বাস্তবিক আত্যন্তিক প্রতীকার নহে) * হরি-বিস্মৃতির কার্য্যগুলিকেই 'ধর্ম্ম' (তাৎকালিক 'ধর্ম্ম' বটে) বিচার করিয়া জীবের ঐকান্তিক ও নিত্য পরোপকার ও আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির সহিত সমন্বয় বা ভক্তিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষাও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া সম্ভোগবাদকেই 'ভক্তি' বলেন, তাঁহাদের বিচারের সহিত আত্মধর্ম্মের

অকৈতব বিচার কখনই এক হইতে পারে না। মনোধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে যে পরস্পর আপাত বাদ-প্রতিবাদ, মতভেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কোনটিও আত্মধর্ম্মের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া পরিণামে তাহারা সকলই একাকার হইয়া যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্ম মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল মতবাদের সহিত যে বিচার-পার্থক্য স্থাপন করে, তাহা তদ্রূপ নহে। আত্মধর্ম্মের বিচার নিত্যকালই অপরিবর্ত্তনীয়, অহৈতুক ও অকৈতব। ❑

পারমার্থিক প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

অন্তরে গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি আসক্তি, জড়কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি, জড়বিষয়ের প্রতি আসক্তি রাখিয়া বাহিরে তিলক ফোঁটা, মালার ঝোলা, নানা প্রকার অনুষ্ঠান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রত-তপস্যাচরণ—সমস্তই পণ্ড পরিশ্রম বা ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য ব্যর্থ ব্যাপার হইবে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবায় আসক্তি, সাধুগণে আসক্তি হইলে জড়াসক্তি বিদূরিত হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের মূলরূপ গন্তব্য সীমার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ও কৃষ্ণসেবোৎসবময় হইতে পারি। অন্তরে বহির্ম্মুখ সংসারাসক্তি বা জড়াসক্তি থাকিলে সেই কৃষ্ণসুখোৎসব হইতে বঞ্চিত হই—সেই গন্তব্যপথের দিকে এক চুলও অগ্রসর হইতে পারি না—যে তিমিরে, সে তিমিরেই পড়িয়া থাকি—যে জড়ের ভূমিকা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এত পরিশ্রমের পর সেই ভূমিকায়ই সংলগ্ন থাকি। উপরিউক্ত আদর্শে যেমন ছয় জন দাঁড়িমাঝির সমবেত চেষ্টাও একমাত্র নোঙ্গর উত্তোলনের ঔদাসীন্য হেতু ব্যর্থ হইয়াছিল, তেমন গৃহব্রতগণের 'স্বতঃ', 'পরতঃ' বা 'মিথঃ' অর্থাৎ তাহাদের একক চেষ্টায়, গৃহব্রত কর্ণধারাভিমানী গুরুব্রুবের সহিত মিলিত চেষ্টায় কিংবা গৃহব্রতগণের সমবেত চেষ্টায়ও গন্তব্য পথের দিকে একটুকুও অগ্রসর হওয়া যায় না। গৃহব্রত যখন নিজে জড়াসক্ত, তখন নিজে নিজে ত' কখনই জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, জড়াসক্ত গুরুব্রুবও জড়াসক্তি ব্যতীত শিষ্যব্রুবকে অন্য কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, জড়াসক্ত বহু লোকের সম্মিলিত সাধনাভিনয়েও জড়াসক্তির পরিবর্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও সাধন অনুষ্ঠিত হয় না। প্রাকৃত-সাহজিক-সমাজে অন্তরে জড়াসক্তি রাখিয়া বাহ্যে সাধনের যে বিবিধ আনুষ্ঠানিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে শুদ্ধভক্তগণ বঞ্চিত হন না, অনভিজ্ঞ জনসাধারণ ঐ সকল প্রাকৃত সাহজিকগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-বাহুল্যকে 'ভক্তির অঙ্গ', 'সাধন বা সিদ্ধি' মনে করিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ সাধারণের এইরূপ সাধারণ ভ্রম ধরিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে পরম কারুণিক পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যবর্য্যের উপদেশের ঐ মূর্ত্ত আদর্শটী প্রকটিত হইয়াছিল।

শিক্ষা—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥

* * *

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ম্যং বহুমনমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥
* * *
যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরষিতোঽপবর্গঃ ॥
* * *
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥
(ভাঃ ৭।৬।৯,১৩, ১৭; ১১।২৬।২৬)

(মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুক বলিলেন, হে পিতঃ!) গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে, কোনপ্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য-বিষয়-সমুহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন। যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধুলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ** গৃহ অর্থাৎ পুত্র-দারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ়পাশে বদ্ধ জীবকে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয়? ** কোশকার কীট যেমন নিজ-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজের নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ জীবও তত্তৎ ফল-লোভ বশতঃ কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পূর্ণকাম না হইয়াও শিশ্নোদর-জনিত সুখকেই অভীষ্ট বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া মোহে অভিভূত হয়। এই প্রকার জীব কিরূপে বিরক্ত হইতে পারে? ** কোন-দেশে বা কোন-কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজকে মুক্ত করিতে পারে না, সেই কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধনশৃঙ্খল তুল্য হয়। ** অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশ-দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।

—০—

গৌরলীলা কথামৃত

অনিমা দাসী (জলপাইগুড়ী)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

"(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপুর, সেন শিবানন্দ ..."

প্রাতঃকালীন বন্দনায় এই সকল বৈষ্ণবগণের নাম চিরস্মরণীয়, যাঁদের নাম স্মরণ করলে জীবের চিত্তের কল্মষ দূরে যায় এবং ভগবানের নিকটস্থ হওয়া যায়।

ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সাথে লীলা করতে সর্বদাই ভালবাসেন। এটা তাঁর কৃপালীলার একটি বৈশিষ্ট্য, যাঁর মাধ্যমে জগতে সাধারণের মাঝেও ভক্তির সঞ্চার হওয়া সম্ভব হয়।

গৌরলীলায় এমনই এক মহাপ্রভুর মরমী ভক্ত ছিলেন শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ সেন নিজেকে সবসময় মহাপ্রভুর ভৃত্য বলে মনে করতেন। আর কবি কর্ণপুর ছিলেন

শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। কর্ণপুরও মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন। শিবানন্দ নিজের সমস্ত উপার্জিত ধন সম্পদ ভগবানের ও তাঁর ভক্তগণের সেবার কাজে ব্যয় করতেন।

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শিবানন্দ প্রতি বৎসর নিজ তত্ত্বাবধানে গৌড়ীয়া ভক্তগণকে নিয়ে পুরীধামে যেতেন। তথায় ভক্তগণের থাকা ও আহারাদির ব্যবস্থা শিবানন্দ যথাযথ সুষ্ঠুভাবে নিজহস্তে করতেন। পুরীধামে যাবার পথে যে স্থানে রাত্রিবাস করা হোত সেখানে সংকীর্তন নৃত্যাদি দ্বারা মহাপ্রভুর সন্তোষবিধান করা হোত। তাই ভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকত না।

একবার শিবানন্দ সেন পুরী যাবার পথে একা কোন কাজে আটকে যান। তাই সময়মত ভক্তগণের আহারাদির ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। এতে নিত্যানন্দপ্রভু ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শিবানন্দের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে থাকেন এবং শিবানন্দের তিন পুত্র 'মরুক' বলে ক্রোধ প্রদর্শন করেন। শিবানন্দের স্ত্রী এটাকে 'অভিশাপ' মনে করে বড়ই ব্যথিত হন এবং শিবানন্দ ফিরে এলে তাঁকে জানান। কিন্তু ভক্তের বিচার আর জগতের বিচার তো কখনও এক হয় না। তথাপি শিবানন্দ এসে নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন আর তখনই নিত্যানন্দপ্রভু শিবানন্দকে পদ দ্বারা প্রহার করেন।

শিবানন্দ কিন্তু তাতে এতটুকুও ক্রোধান্বিত হন নাই, বরঞ্চ আনন্দিত মনে তখনি ভক্তগণের আহারাদির ব্যবস্থা করেন ও সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর ভোজনের জায়গা করে দিলেন।

অতঃপর শিবানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে প্রণাম করে বলতে লাগলেন—

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥
'শাস্তি' ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা? ॥"

(চৈঃ চঃ অন্তঃ)

এভাবে নিত্যানন্দের কৃপা মাধ্যমে শিবানন্দ গৌরকৃপাই লাভ করেছিলেন এবং তিনি যে ভগবানের মৌখিক ভৃত্য না হয়ে সত্যিকারের নিজেকে ভৃত্য জ্ঞান করতেন তার প্রমাণ দিলেন। এই সেই ভক্ত শিবানন্দ সেন, যার রচনায় আমরা গাই—

"পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কিমতে গোঙাব ॥"

আর একবার মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে গমন করেছেন এই বার্তা পেয়ে নদীয়ার সকল গৌড়ীয়া ভক্তগণ শিবানন্দেরই তত্ত্বাবধানে পুরী যাচ্ছিলেন। শিবানন্দের একটি ভক্ত কুকুর ছিল। শিবানন্দ কুকুরটিকে যত্নসহকারে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু নদীপার হবার সময় উড়িয়া মাঝি কুকুরটিকে নৌকায় তুলতে অস্বীকার হবার দরুণ শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হন। এদিকে সেবকের ভুলক্রমে কুকুরটি রাত্রে অভুক্ত থাকায় শিবানন্দ কুকুরটিকে খুঁজে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু কুকুরটিকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ কুকুরের দুঃখে নিজেও উপবাসী রইলেন।

পরদিন ভক্তগণ সকলে নীলাচলে পৌঁছে দেখেন কুকুরটি মহাপ্রভুর অনতিদূরে বসে প্রসাদ পাচ্ছে। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদে কুকুরটি পরে সিদ্ধদেহ লাভ করে বৈকুণ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়েছিল।

এভাবে গৌরসুন্দর নিজ সেবকের দুঃখ লাঘব এবং সেবকের প্রিয় পাত্রকেও দয়া প্রদর্শন করে অলৌকিক লীলা প্রকাশ করলেন। কারণ ভক্তের প্রাণনাথ যেমন ভগবান আবার ভগবানেরও বসতিস্থল হোল ভক্তহৃদয়।

ভাগবত শাস্ত্রে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানে কৃষ্ণ দুর্ব্বাসা মুনির প্রতি এই উক্তিটি করেছিলেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুরা আমাব্যতীত কিছু জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া কিছু জানি না। ❑

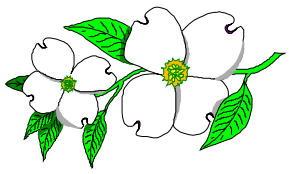

ত্রিদিণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কীর্ত্তিত

শ্রীহরিকথার মর্ম্ম

শ্রীভক্তিপত্র ১৪শ বর্ষ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ হইতে সংগৃহীত

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্নকারী ও শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ উত্তর প্রদাতার ভূমিকা নিয়েছেন। দুজনেই উচ্চ কোটিতে অবস্থিত মহাপুরুষ। একজন ছিলেন বিষ্ণুরাত, অন্যজন ছিলেন ব্রহ্মরাত। শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ ছিলেন ''ব্রহ্মবিদাং বরঃ''। আজন্ম তিনি জড়মুক্ত-নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিত। তারপর ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবানের লীলামৃতরসে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পিতৃমুখনিঃসৃত শ্রীহরির কথামৃতে তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি জন্মায়। আত্মারামী মহাপুরুষও শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর—কথার তীব্র আকর্ষণে হলেন আকৃষ্ট। এদিকে ভরত-বংশাবতংস শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও ক্ষত্রিয় কুলচূড়ামণি তিনি ''সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষিঃ''। তবু ভগবদ্ ইচ্ছায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে অপরাধীর অভিনয় করতে হলো। মৃগয়ায় গিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন শমীক ঋষিকে জল চাইলেন। উত্তর না পেয়ে নিকটস্থ একটি মৃত সর্প মুনিবরের গলায় জড়িয়ে দিলেন। মুনির বালকপুত্র তাই দেখে অভিশাপ দিলেন রাজাকে—''ওই সর্পই সাতদিন পরে তোমাকে দংশন করবে।''—পরীক্ষিৎ মহারাজও অভিশাপের কথা জানতে পেরে বুঝলেন—এ ব্রহ্মশাপ অনিবার্য। কিন্তু তাই বলে তিনি সাধারণের মত কাতর হয়ে পড়লেন না। ধীরভাবে চিন্তা করলেন—''আর তো এই জীবনের সাতটা দিন বাকী। এই সময়টুকু আমার কর্তব্য কি? সারাজীবন তো রাজকর্ত্তব্য করলাম। এখন কি করবো?'' তখন তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জন্য কৃতসংকল্প হলেন। সেই গঙ্গাতটে এসে উপস্থিত হলে নানান প্রদেশ থেকে বহু ভুবন পাবন ঋষি। এলেন তাঁরা নানা বৈদিক শাখা থেকে। 'মানবজীবনের পরতম কৃত্য কি?'—এ বিষয়ে নানা মুনির কাছ থেকে শ্রীপরীক্ষিৎমহারাজ শুনলেন নানা মত। এমন সময় সেখানে অবধূত বেশধারী মহাভাগবতোত্তম শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ এসে উপস্থিত হলেন। মহাপুরুষের সর্বসুলক্ষণ ভূষিত তাঁর জ্যোতির্ময় শ্রীঅঙ্গের রূপই তাঁর আন্তর-ভাগবত্তার পরিচয় দিচ্ছিল। সকলেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকেই সর্ব্ববাদিসম্মত গুরুরূপে মেনে নিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বভাবসুলভ বিনয়-বচনে তাঁর অভ্যর্থনা করে বললেন যে, তাঁর এই দুর্লভ আগমনে তিনি কৃতকৃতার্থ বোধ করছেন। বস্তুতঃ জগজ্জীবের নিত্যবাস্তব মঙ্গলের নিমিত্ত এইরূপ মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছায় তাদের গৃহে গমন করে থাকেন। একটি গোদোহন করতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময় মাত্র তাঁরা গৃহস্থদ্বারে অবস্থান করেন। তাই শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ প্রসন্ন বদনে সুখাসীন হবার পরেই বিলম্ব না করে, তাঁকে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করলেন—মুমূর্ষু মানবের কি করণীয়, কি বরণীয়, কি শ্রবণীয়, কি চিন্তানীয়?

''অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমংগুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্যং ম্রিয়মানস্য সর্ব্বথা ॥
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্ ॥''

মুমূর্ষু মানবের শ্রেষ্ঠ কৃত্য কি—কিসে তার সম্যক্ সিদ্ধি?—এই প্রশ্নে মানবাত্মার শাশ্বত জিজ্ঞাসারই প্রকাশ। আমরা সবাই জীব—আমরা দেহধারী হয়ে জন্মেছি। এই দেহের মৃত্যু অনিবার্য। ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ''। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সেই মৃত্যুর দিকেই চলেছি এগিয়ে। সাম্‌নে আমাদের মৃত্যু। যত যা কর, যত ভিটামিন্ খাও, যত যত্ন করে শরীরটাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করো না কেন—তুমি এগোচ্ছ সেই মৃত্যুর দিকেই। ("All paths of glory lead but to the grave") এমন যে মরণোন্মুখ জীব, মৃত্যু যার কেশাগ্র ধরে আছে—তার কর্ত্তব্য কি? কিসে জীবনের চরম পরিণতি? কিসে জীবনের পরম প্রাপ্তি?

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের এই গম্ভীর প্রশ্ন শুনে আনন্দিত হলেন। আত্মধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষবরের কাছে এই প্রশ্ন উত্থাপন যথার্থই সার্থক সুন্দর হয়েছে। যেমনি প্রশ্নকারী, তেমনি উত্তরদাতা। আর এই প্রশ্নোত্তর কথা রইলো নিখিল-জীবের নিত্যকল্যাণের বার্ত্তাবহ হয়ে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ এককথায় এই প্রশ্নের যথার্থ

উত্তর দিয়ে দিলেন—**শ্রীভগবানের অমৃতকথাই** শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য, স্মর্তব্য, ধ্যেয়, অনুশীলনীয়। ভবসাগর পেরুনোর এই হলো মহাপ্লব।

''তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥''

একেবারে direct উত্তর দিলেন। সাধুরা এই ভাবে নিষ্কপটে সত্যের নির্ভীক কীর্ত্তন করে থাকেন। কোন গোঁজামিল তাতে নেই, কোন জড় ইন্দ্রিয়তোষণের কথা তাতে নেই।

ভবরোগের রোগী সাধু বৈদ্যের কাছে গেলে, সাধুবৈদ্য জোর করেই অকৈতব সত্যরূপ তিক্ত ঔষুধ খাইয়ে দেবেন; জোর করেই প্রয়োজন হলে ইন্‌জেকসন্ দিয়ে দেবেন। আত্মীয়স্বজনকে জোর করেই অপারেশন রুম থেকে বের করিয়ে দেবেন। সাধুবৈদ্য এরূপ নিষ্ঠুর (?) ভাবেই আমাদের রোগ সারিয়ে দেন, ভূত ছাড়িয়ে দেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ তাই পরীক্ষিৎমহারাজকে উপলক্ষ করে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন—শ্রীহরির অনুশীলনই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র কৃত্য। কোনরকম ধর্ম-জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্য ইত্যাদি অস্পষ্ট, বাঁকা-চোরা পথের কথা বললেন না। একেবারে direct উত্তর দিলেন। মুমূর্ষু ভবরোগীর direct remedy বা সাক্ষাৎ ওষুধটাই বাতলে দিলেন। যেখানে অসুখের সুরু, তার মূলেই—সেই ভগবদ-বিস্মৃতির মূলেই কুঠারাঘাত করতে বললেন। বাইরের ব্যাধির এক-আধটা লক্ষণের সাময়িক উপশম করে দিলেন না, একেবারে মূলে হাত দিলেন, ব্যাধির মূলোৎপাটন করলেন। ''কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।'' মূল রোগ এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীহস্ত উত্তোলন করে কম্বুকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন—''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্''। এই সাক্ষাৎ কথা, সরাসরি পথের নিশানাই তিনি দিলেন। ''জ্ঞান বৈরাগ্য-ধর্মানুশীলনাদি করতে থাকো; করতে করতে ঈশ্বরচিন্তায় মন যাবে''—এরকম কোন ঘোরানো কথা নয়। তিনি বললেন **সাক্ষাৎ কথা—"শ্রীভগবানের অনুশীলন করো"।**

আমরা বলে থাকি—''ঐ ভগবদ্ অনুশীলন বা ভক্তি-টক্তি মশাই বড় কঠিন। ও আমরা পারবো না।'' এটি মহা ভ্রান্তি। তুমি যখন ইন্দ্রিয়ধারী জীব, তুমি যখন সারা দিন-রাত তোমার দেহ-পুত্র-কলত্রাদির জন্য ঐ ইন্দ্রিয় সকল চালন করছো, তখন নিশ্চয়ই তুমি ভক্তিও করতে পারো—যদি তুমি ঐ ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহারগুলো শ্রীভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দাও। **মোড়টা পাল্টাতে হবে মাত্র।**

কান্‌টা দিয়ে কত কথা—কত জড় চর্চা শ্রবণ করছো। ''শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ। অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥'' গৃহমেধী হয়ে হাজার জিনিষ শুনে বেড়াচ্ছো। ঐ কানটা সাধুমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথার দিকে একটুকু দাও দেখি। শুধু শোন। হরিনামগুণগান বারবার শোন। শুনতে শুনতে অন্তরে গ্রথিত হবে। শ্রুতিটা ঠিক হলে আর তা যথার্থ ধারণ করতে পারলে সেবা-স্ফূর্ত্তি হয়ে যাবে। তাই প্রথমেই বললেন—**'শ্রোতব্যঃ'**। কান দিয়ে সাধু দেখ। ঐ শুনতে শুনতে কখন যে তুমি সেই পরম মোহনীয়ের মোহে পড়ে যাবে—তা তুমি টেরই পাবে না। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ এই হলের নাম দিয়েছেন—ভাগবৎশ্রবণসদন। এখানে খবরকাগজ, রাজনীতি, জড়াবিদ্যাচর্চার লাইব্রেরী ইত্যাদি কিছু পাবে না। এখানে সাধুমুখে নিরন্তর ভগবৎকথা শোনা যায়।

মুখটা বা জিভটা দিয়ে সারাদিনরাত কত কথা বলছো। ঐ মুখে শ্রীহরি, কৃষ্ণ—এই কয়েকটি বর্ণ উচ্চারণ করতে পার না? ঐ মুখের ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হচ্ছে না। হরিকথা বলো—যত খুসী বলো। মুখটা অমৃত হয়ে যাবে।

এইভাবে চোখ-কান-নাক-জিহ্বা-ত্বক্—সব ইন্দ্রিয়-গুলিকে ভগবন্মুখী করে ব্যবহার কর। এটা কেন পারবে না? কুটুম্বভরণের জন্য, দেহের চর্চার জন্য এত কিছু করছো। এর জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করছো দিবাকাল কুটুম্বভরণের জন্য নানান্ জীবিকাকার্যে, রাত্রিভাগ ইন্দ্রিয়তোষণ ও তমোময়ী নিদ্রায় কাটাচ্ছো। পূর্ব-আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর ঘটনা জানা সত্ত্বেও নিজের মরণশীলতার কথা চিন্তা করছো না। শুধু ভোগের মিথ্যে আলেয়ার পেছনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছো। এই করে শান্তি পাচ্ছো কি? সুখের জন্য আজন্ম খেটে মরছো। কত জড়-বৈজ্ঞানিক, জড়-সাহিত্য চর্চা, কত উন্নতির plan-programme, কত বৈঠক, কত সম্মেলন—কত কী হচ্ছে! এ সবের ফলে কি ব্যক্তিগত বা কি রাষ্ট্রগত, কোন

অবস্থাতেই, সুখ এসেছে কি? Material comfort, Physical & mental entertainment বা culture পরম তৃপ্তির আস্বাদ এনেছে কি? উত্তর negative হতে বাধ্য। তৃপ্তি আনে নি, এনেছে অতৃপ্তি। শান্তি আনে নি, এনেছে জ্বালা। সুখ আনে নি, এনেছে অসুখ-অশান্তি। তোমরা বলবে—''এসব হচ্ছে কেন? কেন আমাদের এত দুঃখ; কেন পাচ্ছিনা শান্তি?'' এর কারণ হলো—''কুপথ্য খাবো অথচ অসুখ ভালো হওয়া চাই''—তোমাদের এই মনোবৃত্তি। যা দুঃখকর, যা মিথ্যা 'চপল সুখ লবের' মরীচিকা, সেই সব বস্তু নিয়ে যত অনুশীলন করবে—তত অশান্তি বাড়বে, ঐসব বস্তুর দিকে যত ঝুঁকবে—তত জ্বালা বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে তুমি বুঝতে পারছো না যে, তুমি এই জড়স্থূলদেহ নও বা স্থূলদেহান্তর্গত সূক্ষ্মশরীর বা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার নও। তুমি **আত্মা**। তুমি পরমাত্মার অংশ। তিনি সচ্চিদানন্দ। তুমি যেহেতু তাঁরই কণাশক্তি, তোমার ভেতরেও ঐ সৎ-চিৎ-আনন্দ কণারূপে বিদ্যমান। তুমি ভাবছো—এই আমার জন্ম হলো, এই আমার ব্যাধি হলো এই আমার এত অশান্তি, এই আমার মৃত্যু হলো কিংবা ভাবছো—আমি বেশ সুখে আছি, স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত হয়ে বেশ আছি—ইত্যাদি। এসবই তুমি স্বপ্ন দেখছো। এ সবই তোমার স্বাপ্নিক অবস্থা। সুস্বপ্নই দেখ আর কুস্বপ্নই দেখ—দুটোই জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যে। তেমনি তুমি আত্মস্বরূপে জাগ্রত হলে বুঝবে—তুমি এতদিন স্থূল-শরীর আর সূক্ষ্মশরীর রূপ দুটো বস্তুর দ্বারা আবৃত হয়ে স্বাপ্নিক সুখ-দুঃখ ভোগ করেছো। তখন আত্মার যিনি আত্মীয়, আত্মার যিনি প্রিয়তম—সেই ভগবানের সঙ্গে তুমি প্রেমসূত্রে বদ্ধ হয়ে নিত্য সেবাসুখ সমুদ্রে অবগাহন করবে।

তুমি সুখ চাও—ভাল কথা। কিন্তু ঐ জড় শরীর বা মনের ভূমিকায়, তা' পেতে যেও না। ও দুটোই treacherous এই মুহূর্ত্তে আছে—এই মুহূর্ত্তে থাকবে না। এই দেহ তুমি পেয়েছো তোমার কর্মফল ভোগের জন্য। এ দেহের ভোগ শেষ হলে তোমার এ জন্মের কর্মফল তোমাকে আবার অন্যদেহ ধারণ করাবে। এই জন্ম-মরণ-মালা থেকে উদ্ধার পেতে চাও? পেতে চাও পরম তৃপ্তির আস্বাদ? চির শান্তির প্রলেপ পেতে চাও?—তাহলে অশোক-অভয়-অমৃতাধার, নিখিল মঙ্গল-নিলয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণকমলে শরণ নাও। অভয়েচ্ছু যদি হও, অভয়পদের শ্রীপদে শরণ নাও। যারা অকৃতবিষ্ণুকৃত্য, যারা মুকুন্দপদারবিন্দবিমুখ, তাদেরই যাবতীয় ভয়। তাদেরই শান্তির নিমিত্তে আনবার জন্য স্বীয় অনুচরদের আদেশ করেন যমরাজ। বলেন—''তান্ আনয়ধ্বম্।''

আচ্ছা, একটু ভেবে দেখ দেখি, এই দেহটি তোমাকে কত যন্ত্রণা দিচ্ছে! সারা দিনরাত তুমি এর ভোগের যোগান দিচ্ছ। তবুও তোমার প্রতি এর দয়া নেই। আরো চাই—আরো চাই করে। তার উপর আজ শরীরের অসুখ, কাল মনের সুখ নাই—কাল কলহ, পরশু অশান্তি। চান-খাওয়া-দাওয়া-ঘুমের একটু ভোগ ভালভাবে করতে পেলেই ভাল—বেশ আরাম।

আবার অল্পক্ষণ পরেই একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেলেই অমনি শরীর মন গেল বিগড়ে। এই করে করে শেষে একদিন হবে দেহের পতন। তাই যদি যথার্থ বুদ্ধিমান হও, তবে এই দেহটাকে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমল সেবায় লাগিয়ে দাও। অনিত্য দেহটা নিয়ে নিত্য অমৃত-বস্তু পেয়ে যাবে। এটাই যথার্থ বুদ্ধিমত্তা। 'এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ মনীষা চ মনীষিণাম্'।

অমৃত পেতে হলে, মরণশীল দুঃখশীল বস্তুর চর্চা ছেড়ে করতে হবে অমৃতধার শ্রীভগবানের অনুশীলন। এটাই শাস্ত্রের বাণী। শাস্ত্র মানে—যিনি আমাদের শাসন করে ত্রাণ করেন। আমরা শাস্ত্রাদি পড়ে তার থেকে ভৌতিক কিছু ভোগসুখ পেতে চাই। গীতা-ভাগবত থেকে কিছু ভোগের ইন্ধন পেতে চাই। শরীর-মনের কিছু খোরাক পেতে চাই। কিন্তু গীতা-ভাগবত যথার্থ রূপে অনুশীলন করলে তুমি ভৌতিক আনন্দ পাবে না। বরং তোমার ঐ ভূতটাকেই ছাড়িয়ে দেবে। তখন আরেকটা আনন্দ তোমাকে ধরবে। আরেকটা জগত তোমাকে হাতছানি দেবে। ক্রমে স্বরূপশক্তির ক্রিয়া তোমাকে হাসাবে-নাচাবে-গাওয়াবে। ''হসতি, গায়তি, উন্মাদবৎ নৃত্যতি।''

আপনারা বলবেন—''ও-সব শাস্ত্র-কথা-এযুগে আর চলে না মশাই। 'tell not things which belong to the past' ওসব পুরনো কথা।'' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব কথা চিরন্তন সত্য কথা। ঋষির পুত্র আমরা। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই অমৃত—এই নিত্যসত্য-মঙ্গলের সন্দেশ আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা আজ তা গ্রহণে পরাঙ্মুখ। এ বড় দুর্ভাগ্যের কথা। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরোধারণ করতঃ গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এবং সহ-সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজদ্বয়ের পরিচালনায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুকাই কেশিয়াড়ী গ্রামে গত ২২শে জুন, ২০১১ তারিখে একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদ স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক গ্রামের অভ্যন্তরেও প্রচার করা হয়।

এদিন ভোর থেকেই গ্রামের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে উক্তশিবিরে বিভিন্ন ধরনের রোগী আসতে থাকেন সুচিকিৎসার আশায়। দুইজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ সুব্রত সামন্ত এম. বি. বি. এস এবং ডঃ তরণী কুমার শীট চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় দুই শতাধিক রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন এবং মিশন তাঁদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী প্রতিটি ঔষধ বিনামূল্যে রোগীদের সরবরাহ করেন।

এই মহতী চিকিৎসা শিবিরে স্থানীয় মানুষজনদের আত্মনিয়োগ প্রশংসনীয়। তাঁরা অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থেকে সেবাকার্য্যে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে শ্রী বরুণ মাইতি, শ্রীমতি কাঞ্চন মাইতি, শ্রী সতীন্দ্র গিরি, শ্রী বিমল দাস, শ্রীমতী রূপালী সাউ—এদের সেবা উল্লেখযোগ্য।

বন্যত্রাণে গৌড়ীয় মিশন

বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বন্যা-পীড়িত দরিদ্র ও দুঃস্থ এলাকাবাসীদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ করে চলেছেন। গত ২৩শে জুন, ২০১১ তারিখে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ও সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ মহাকরন ভবনে মাননীয় সেচমন্ত্রী শ্রীমান মানস ভুঁইয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করেন ও বন্যাপীড়িত এলাকার মানুষদের সাহায্যের কথা বলেন। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের সহিত যোগাযোগ পূর্বক বন্যাপীড়িত অঞ্চল যথা পাঁশকুড়া স্থিত বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ শিবির পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরদিন অর্থাৎ ২৪শে জুন, ২০১১ তারিখ মিশন কর্তৃক মেডিক্যাল ভ্যান দ্বারা ১০-১২ জনের গঠিত ত্রাণ শিবির পাঁশকুড়ায় পৌঁছায়। ২৫-২৬ জুন পাঁশকুড়াস্থিত পূর্বচিল্কা, পশ্চিমচিল্কা, শ্রীরামপুর, বৈদিবাড় আদি অঞ্চলে মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় দুইদিন ব্যাপী বস্ত্র ও খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। প্রায় ৮০০০ দুঃখী ও বন্যাকবলিত মানুষদের প্রায় ৮ কুইন্ট্যাল খিচুড়ি ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীপাদ ভক্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুদাম দাস, শ্রীসুরজিত কৃষ্ণ দাস, শ্রীরাজু দাস, শ্রীবিষ্ণু দাস সহায়তা করেছেন। এছাড়া যারা অর্থ ও দ্রব্যাদি সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীসন্তোষ কুমার ভৌমিক, শ্রীগৌরহরি বেরা, শ্রীবলাই ভৌমিক, ইন্দু কুইলা, নলিনী কুইলা, নবঘনশ্যাম দাস, মিঠু মহাপাত্র, শ্রীচন্দন দাস, অনুপ দাস, প্রদ্যুৎ ভৌমিক, চণ্ডী দিন্ডা, বাদল ভৌমিক, রাধেশ্যাম দাস, রক্ষিত দাসের সেবা চেষ্টা প্রশংসনীয়। ❑

Sys 1E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011

পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রসংশাপত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Panskura-I Development Block
Panskura::Purba Medinipur

To whom it may concern

This is to certify that the representatives from GAUDIYA MISSION have extended their cooperation and provided cooked meal to the flood affected people of Radhaballavchak and Purusottampur Gram Panchayat on 25.06.11 & 26.06.11.

I wish every success of Gaudiya Mission for providing such assistance to the flood-victimed people in future.

This certificate is issued on the basis of certificate given by both the Prodhan of Radhaballavchak & Purusootampur Grampanchayat.

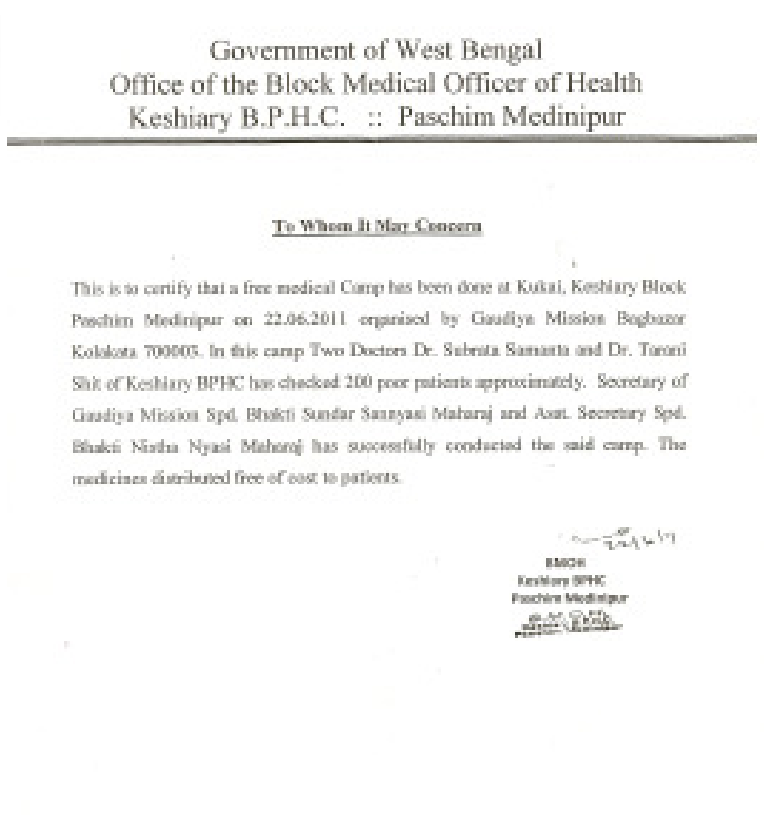

Block Development Officer
Office of the Panskura-I Development Block
Panskura:: Purba Medinipur

Government of West Bengal
Office of the Block Medical Officer of Health
Keshiary B.P.H.C. :: Paschim Medinipur

To Whom It May Concern

This is to certify that a free medical Camp has been done at Kukai, Keshiary Block Paschim Medinipur on 22.06.2011 organised by Gaudiya Mission Baghazar Kolokota 700003. In this camp Two Doctors Dr. Subrata Samanta and Dr. Tarani Shit of Keshiary BPHC has checked 200 poor patients approximately. Secretary of Gaudiya Mission Spd. Bhakti Sundar Sannyasi Maharaj and Asst. Secretary Spd. Bhakti Nistha Nyasi Maharaj has successfully conducted the said camp. The medicines distributed free of cost to patients.

BMOH
Keshiary BPHC
Paschim Medinipur

Page: 239

Sys 1\E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011

बाढ़ पीड़ितों की सेवा में गौड़ीय मिशन

कोलकाता, 27 जून। बागबाजार कोलकाता में स्थित विश्वविख्यात गौड़ीय मिशन द्वारा मिदनापुर जिले के कुकाइ, केशियाड़ी गांव में एक नि:शुल्क स्वास्थ्य-शिविर लगाया गया था। ग्रामवासी की चिकित्सा हेतु स्थानीय डॉ. श्री सुव्रत सामन्त और श्री तरुण कुमार सार् के माध्यम द्वारा शिविर का नि:शुल्क आयोजन हुआ जिसमें औषधि भी वितरित की गई। शिविर में लगभग 200 गरीब मरीजों की चिकित्सा की गई। पांसकुड़ा स्थित पूर्व चिल्का, पश्चिम चिल्का, वैदियाड़, श्रीरामपुर आदि क्षेत्रों में भी जहां मिशन के सह-सेवा सचिव श्रीपाद भक्तिनिष्ठ स्वामी महाराज, बागबाजार मठ के मठाध्यक्ष श्रीपाद भक्तिनिष्ठ मधुसूदन महाराज के नेतृत्व में दो दिन तक वस्त्र, खिचड़ी वितरण किया गया है। लगभग 7000 दु:खी, बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच यह सामग्री वितरित की गई।

হিন্দী সংবাদপত্র 'ছাপতে ছাপতে' ২৮শে জুন তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রদর্শিত হইল।

PRAYAG

বন্যাপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়াল বাগবাজারের গৌড়ীয় মিশন

পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশিয়াড়ি ও কুকাই গ্রামে বন্যা প্লাবিত এলাকায় গৌড়ীয় মিশন পরিচালিত নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির। - নিজস্ব চিত্র

প্রয়াগের প্রতিবেদন, ২৭ জুন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ও কুকাই গ্রামে বন্যা প্লাবিত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াল বাগ বাজার গৌড়ীয় মিশন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গৌড়ীয় মিশন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ করে আসছেন। ২২ জুন কবলিত এলাকায় একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল মিশনের উদ্যোগে। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সুব্রত সামন্ত ও ডাঃ তরুণ কুমার সিট দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসা করেন এবং অসুস্থদের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

২৩ জুন মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ও সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ মহাকরণ ভবনে মাননীয় সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইঞার সঙ্গে দেখা করে তাকে বন্যা পীড়িত মানুষদের দুর্দশার কথা জানান।

তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাঁশকুড়া অঞ্চলের পূর্ব চিল্কা, পশ্চিম চিল্কা, শ্রীরামপুর, বৈদিবাড় আদি অঞ্চলে ত্রাণ শিবির গড়ার নির্দেশ দেন।

জেলাশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী, চলতি মাসের গত শুক্রবার একটি ১০-১২ জনের দ্বারা পরিচালিত ত্রাণশিবির খোলা হয়। মিশনের মহাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের উদ্যোগে দু'দিন ধরে বস্ত্র ও খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। জেলাশাসক ও বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয় মিশনের সহযোগিতায় এই ত্রাণশিবিরে ৭ হাজার দুর্গত বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানুষের সাহায্যার্থে। সেই লক্ষ্যেতে আজও অবিচল রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশন।

সংবাদপত্র 'প্রয়াগ' ২৮শে জুন তারিখে প্রকাশিত অংশের প্রতিবেদন উদ্ধৃত হইল